শাহাবুদ্দিন শুভ

এপ্রিল ৩, ২০২৩
০২:১৮

বাংলাদেশে হাওরের সংখ্যা ৪১১, ৪৭৫ নাকি ৩৭৩?
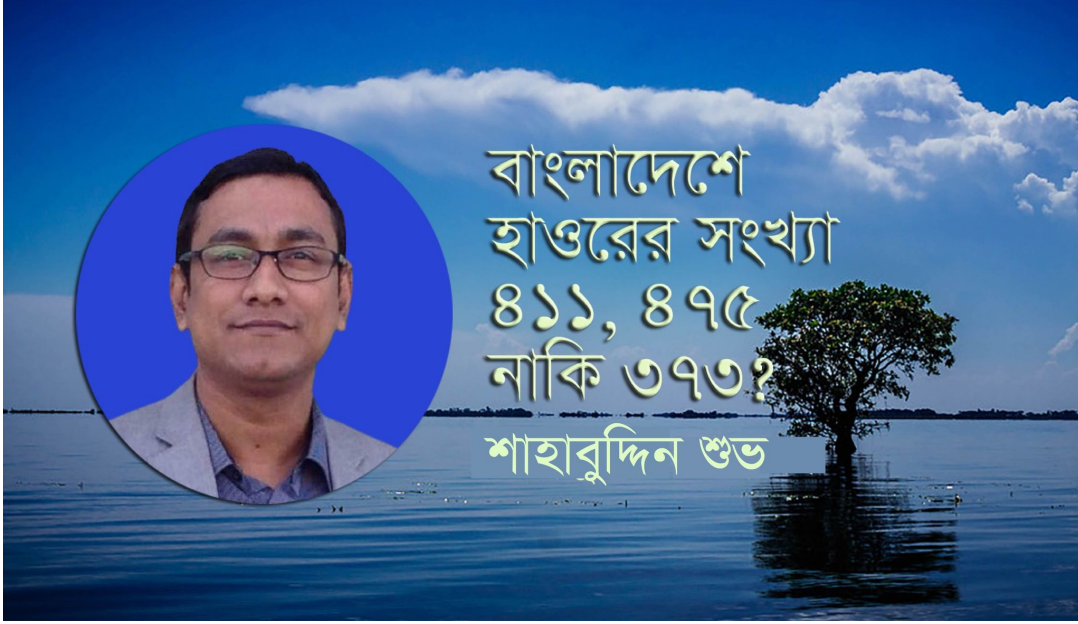
বাংলাদেশের হাওরের সংখ্যা কি ৪১১, ৪৭৫ নাকি ৩৭৩; এই নিয়ে বড় ধরণের বিভ্রান্তির তৈরি হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরণের তথ্য দেওয়ায় আরও জটিল হয়েছে এই বিভ্রান্তি।

সিলেটপিডিয়ার জন্য সিলেট বিভাগের হাওর নিয়ে কাজ করছি আমরা। হাওরের তথ্য খুঁজতে গিয়ে মূলত সমস্যা সামনে এসেছে। যখন আমরা বিভিন্ন তথ্য নিয়ে গবেষণা শুরু করে ঠিক তখনই অসঙ্গতি সামনে আসতে থাকে। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরণের তথ্য দিয়ে রেখেছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ হাকালুকির হাওরের অবস্থান নিয়েও আছে ভুল তথ্য, ৫টি উপজেলা জুড়ে অবস্থান হলেও তথ্য বাতায়নে ২টি উপজেলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হাওর নিয়ে অসঙ্গতিগুলো যদি একটু মিলিয়ে নেই : সিলেট ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে কেবল সিলেট জেলায় (বর্তমানে সিলেট বিভাগ) ৩৫টি বড় হাওর এবং ৪৭৫টি ছোট হাওরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যমতে বাংলাদেশে হাওরের সংখ্যা ৪১১টি। বাংলাদেশের জলাভূমির শ্রেণিবিন্যাস, ভলিউম ৩, পরিশিষ্ট ২: বাংলাদেশের হাওর, ডিসেম্বর ২০১৬ হাওরের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ৩৭৩টি।

আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাই আপনার যে কোন একটি প্রতিষ্ঠানকে স্যান্ডার্ট

ধরে কাজগুলো করুন। হাওরের সঠিক সংখ্যা উল্লেখ করুন। সাথে সাথে যদি বর্গ কিলোমিটার লিখতে হয় লিখুন না হয় হেক্টর। একেক জায়গায় একেক ধরণের তথ্য কাম্য নয় এ থেকে একটি প্রজন্ম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়বে ভুল তথ্য শিখবে। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য মতে বাংলাদেশে হাওরের সংখ্যা ৪১১টি, যার মোট আয়তন ৮০০০ বর্গ কিলোমিটার। উক্ত বোর্ডের অপর একটি সূত্রমতে মোট হাওরের সংখ্যা ৩৯৫টি এবং হাওর এলাকার মোট আয়তন ২৪১৭ বর্গ কিলোমিটার। অপরদিকে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড-এর পরিচিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদনে (মে/২০১০) হাওরের মোট সংখ্যা ৪১৪টি এবং হাওর এলাকার পরিমাণ ৭,৮৩,৯৩৯ হেক্টর উল্লেখ করা হয়েছে। সে মতে সুনামগঞ্জে ১৩২টি (২৪৯,৪১০ হে.), সিলেটে ৪৩টি (১১৫,১৮৩ হে.), মৌলভীবাজারে ৩টি (৩৭,৪১৪হে.), হবিগঞ্জে ৩০টি (৩৯,১৩২ হে.), ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৩টি (১০,৫৮১ হে) কিশোরগঞ্জে ১২২টি (১৮২,১০৩ হে.) এবং নেত্রকোনায় ৮১টি (১৫০, ১১৬ হে)।”

এখানেও একটি বিষয় চোখে পড়ার মতো কারণ একটি প্রতিষ্ঠান তাদের হাওরের আয়তনের ক্ষেত্রে হেক্টর হিসেবে দেখিয়েছেন আবার অন্য প্রতিষ্ঠান হাওরের আয়তনকে বর্গ কিলোমিটারের দেখিয়েছেন এখানে হেক্টর কিংবা বর্গকিলোমিটারের যে কোন একটি ধরলে পাঠকের কাছে তা সহজবোধ্য হতো এবং তথ্যের মধ্যে কোন ভুল বা অসঙ্গতি থাকলে তাও সহজেই অনুমান করা যেত।

অন্যদিকে সরকারি কিছু ওয়েবসাইটে নিজেদের কোন তথ্য নেই। বিচ্ছিন্নভাবে মাস্টারপ্ল্যান অব হাওর এরিয়া (বিএইচডব্লিউডিবি,২০১২) তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী-

Table 2.1 Haor Area of Bangladesh

District	Total Area of the District (ha)	Haor Area (ha)	No. of Haors
Sunamganj	367,000	268,531	95
Sylhet	349,000	189,909	105
Habiganj	263,700	109,514	14
Maulvibazar	279,900	47,602	3
Netrakona	274,400	79,345	52
Kishoreganj	273,100	133,943	97
Brahmanbaria	192,700	29,616	7
Total	1,999,800	858,460	373

Source: Master Plan of Haor Area (BHWDB, 2012)

ছকে উল্লেখিত তথ্যগুলোও যদি স্ট্যান্ডার্ড ধরে সরকারি সব প্রতিষ্ঠান একই তথ্য প্রদান করতেন তাহলে

কিছুটা হলেও বিভ্রান্তি দূর হতো।

২

প্রথমেই আমরা হবিগঞ্জ জেলার হাওরগুলোর নাম ও সংখ্যা নিয়ে www.sylhetpedia.com 'র জন্য একটা লেখা তৈরি করার জন্য কাজ শুরু করি। তখনই আমাদের সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। আমরা হবিগঞ্জ জেলা তথ্য বাতায়নের পটভূমি বিভাগ সার্চ করি কিন্তু সেখানে হবিগঞ্জ জেলার কোন হাওরের কথা উল্লেখ করা হয়নি। দায়সারাভাবে হবিগঞ্জ জেলার ভৌগলিক পরিচিতিতে 'হবিগঞ্জ জেলার ভূ-তাত্বিক কাঠামো বাংলাপিডিয়া থেকে ইংরেজি একটি লেখা হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

www.habiganj.gov.bd/bn/site/page/ZZI3-ভৌগলিক-পরিচিতি

হবিগঞ্জ জেলার ভূ-তাত্বিক কাঠামো

নিম্নে বাংলাপিডিয়া থেকে সংগৃহীত হবিগঞ্জ জেলার ভূ-তাত্বিক কাঠামো সম্পর্কিত তথ্যের সংকলন দেয়া হলোঃ

*Habiganj structure*lies in the northeastern part of Bengal Foredeep and in the south-central part of Surma Basin. It is the northern culmination of Baramura anticline of Tripura (India), is separated by a saddle. The structure is almost symmetrical and trending SSE. Seismic and well data of Habiganj structure have proved that the structure has entirely separate closure. Including Baramura it is a giant structure of about 130 km long. In Habiganj structure the exposed rock is Dupi Tila and the topographical height is about 20m above mean sea level. No fault has been detected on flanks

Habiganj structure has one of the largest producing gasfield of the country. Pakistan Shell Oil Company discovered the field in 1963. The gasfield has a closure 11 km long and 4.5 km wide. It is known for the excellent quality reservoirs with up to 30% porosity and several darcy permeability. So far 10 wells have been drilled in this structure. The Upper Gas sand extends from 1,255m to 1,585m subsea.

The Upper Gas sand is fine grained, clean, unconsolidated and well sorted. Lack of clay matrix and presence of glauconite in Upper Gas sand indicate the deposition in high-energy littoral to sublittoral environment. The sand indicate a beach and barrier bar characteristic. The Upper Marine Shale acts as a cap rock for Upper Gas sand.

*Bibiana structure*located on Block-12 in the Surma Basin of Bangladesh. The structural pattern is similar to the Beanibazar structure. The Bibiana structure is trapped in a large four way subsurface structural closure trending north to south approximately 35 km north of Rashidpur anticline. The reservoir section is within the Miocene Surma Group where hydrocarbons are located within six sand packages, each are separated by shale. The sixth sand package located in the Lower Bhuban Formation.

The structural closure at Bibiana is transgressional. The core of the structure is possibly complicated by both longitudinal wrenches faulting along with conjugate shear faulting. The above structural geometry can often compartmentalise hydrocarbon accumulation. Aerial closure of successively deeper zones in the Bibiana structure decreases as the structural core is approached.

*Rashidpur structure*an anticlinal structure in the habiganj district. The anticline is north-south trending, 35 km long, 7 km wide and is asymmetric in nature with steeper (22° to 25°) eastern flank and gentler (8° to 12°) western flank. The axis of the anticline is in structural alignment

জেলা ব্রান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কয়েক জায়গায় শুধুমাত্র দু-একটি হাওরের নাম এসেছে কিন্তু সেখানে বিস্তারিত কিছুই লেখা হয়নি। অথচ হবিগঞ্জ জেলায় এই হাওরগুলোর অবদান কোন অংশে কম নয় এবং পর্যটন আকর্ষণের ক্ষেত্রে এই হাওরগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারত।

অন্যদিকে জেলা প্রশাসনের কার্যালয় জেলার যে বিল, নদী ও হাওরের অংশবিশেষ বিভিন্ন সময় লিজ দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই সেখানে আপডেট তথ্য থাকার কথা। কোন লেখা যদি দেওয়া সম্ভব না হয় সেখানে শুধু হাওরগুলোর নাম লিখে রাখা যেত? অথচ সিলেট বিভাগের অন্য যে কোন জেলার অপেক্ষায় এই সব বিষয়ে কাজ আছে অনেক। বেশ কয়েকজন গবেষক এ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন নিয়মিত, তাদের সহযোগিতা নেওয়া যেত কিন্তু তা করা হয়নি!

সুনামগঞ্জ জেলার তথ্য বাতায়নের একনজরে বিভাগে গেলে সেখানে হাওর দিয়ে ওয়েবসাইটের কভার ছবি দেওয়া হলেও সেখানে হাওর সম্পর্কিত কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি। এমনকি পটভূমি কিংবা একনজরে বিভাগের কোথাও হাওরের সংখ্যা কিংবা নাম উল্লেখ নেই। অথচ দেশে সুনামগঞ্জ জেলার পরিচিতি অনেকটা হাওরের জন্যই এবং এই জেলার মানুষের আয়ের প্রধান উৎস এই হাওর থেকে।

সম্প্রতি সুনামগঞ্জের হাওর-পর্যটন ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। সুনামগঞ্জ জেলায় যে পরিমাণ পর্যটক ঘুরতে আসেন তার প্রায় ৯০ ভাগই আসেন হাওর দেখতে কিংবা নৌকার মধ্যে রাত্রিযাপন করতে।
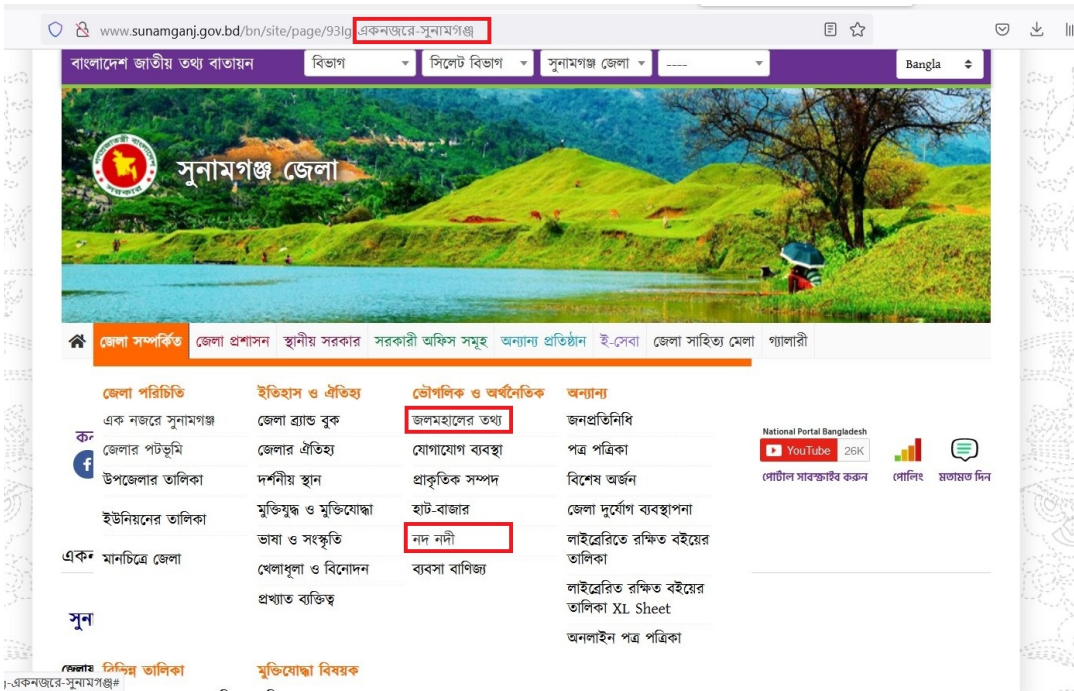
সিলেট জেলার হাওরের তথ্য নিয়ে বেশ অসঙ্গতি আছে জেলা তথ্য-বাতায়নের ওয়েব সাইটগুলোতে। সিলেট জেলা ভৌগলিক প্রোফাইলে উল্লেখ করা হয়েছে 'এই জেলায় ছোট বড় মিলিয়ে ৮২টি হাওর বিল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সিংগুয়ার বিল ১২.৬৫ বর্গ কিমি, চাতলা বিল ১১.৮৬ বর্গ কি.মি. উল্লেখযোগ্য'। অন্যদিকে একনজরে সিলেট জেলায় একইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে দুটি বিলের কথা, সেখানে কোন হাওরের কথা উল্লেখ করা হয় নি। অথচ মাস্টার প্ল্যান অব হাওর এরিয়া (বিএইচডব্লিউডিবি,২০১২) তথ্য অনুযায়ী জেলায় হাওরের সংখ্যা মোট ১০৫টি।

www.sylhet.gov.bd/bn/site/page/e4p3-সিলেট-জেলার-ভৌগলিক-প্রোফাইল

সিলেট জেলার ভৌগলিক প্রোফাইল

ভৌগলিক অবস্থানঃ ২৪° ৩৬'-২৫°১১' উত্তর অক্ষাংশ হতে ৯১° ৩৮'-৯২°৩০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।
আয়তন ৩,৪৫২.০৭ বর্গ কি.মি বা ১৩৩২.০০ বর্গমাইল।
উত্তরে ভারতের খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়, দক্ষিণে মৌলভীবাজার জেলা, পূর্বে ভারতের কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলা, পশ্চিমে সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ জেলা।
বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩.২° সেঃ, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩.৬° সেঃ।
বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত ৩৩৩৪ মিঃ মিঃ।

বিল (১২.৬৫ বর্গ কিমি), চাতলা বিল (১১.৮৬ বর্গ কিমি) উল্লেখযোগ্য।
সিলেটে সর্বমোট রিজার্ভ ফরেষ্ট ২৩৬.৪২ বর্গ কিমি। জেলার উওর-পূর্ব কোণে ভারতের খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ের অংশ বিশেষ বিদ্যমান।
সিলেটে বেশ কিছু ছোট ছোট পাহাড় ও টিলা রয়েছে, যার মধ্যে জৈন্তাপুর টিলা (৫৪ মিটার), শারি টিলা (৯২ মি), লালাখাল টিলা (১৩৫ মি), ঢাকা দক্ষিণের টিলা শ্রেনী (৭৭.৭ মি) উল্লেখযোগ্য।

www.sylhet.gov.bd/bn/site/page/vaP-এক-নজরে-সিলেট-জেলা

বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	:	৩৩.২০ সে., সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩.৬০ সে.
বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত	:	৩৩৩৪ মিমি.
সিলেটের প্রধান ও দীর্ঘতম নদী	:	সুরমা (৩৫০ কি.মি.), অপর বৃহৎ নদী হলো কুশিয়ারা, এছাড়াও রয়েছে সারি, পিয়াইন
সিলেটের হাওর-বিল	:	ছোট বড় মিলিয়ে মোট ৮২টি ক. সিংগুয়া বিল (১২.৬৫ বর্গ কি.মি.) খ. চাতলা বিল (১১.৮৬ বর্গ কি.মি.) উল্লেখযোগ্য
সিলেটের ফরেস্ট	:	সর্বমোট রিজার্ভ ফরেস্ট ২৩৬.৪২ বর্গ কি.মি.। জেলার উওর-পূর্ব কোণে ভারতের খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ের অংশবিশেষ বিদ্যমান সিলেটে বেশ কিছু ছোট ছোট পাহাড় ও টিলা রয়েছে, যার মধ্যে জৈন্তাপুর টিলা (৫৪ মিটার), সারি টিলা (৯২ মি), লালাখাল টিলা (১৩৫ মি), ঢাকা দক্ষিণের টিলা শ্রেণী (৭৭.৭ মি) উল্লেখযোগ্য

মৌলভীবাজার জেলায় হাওরের সংখ্যা কম হলেও সেখানে অনেক বিভ্রান্তিমূলক তথ্য আছে। মাস্টারপ্ল্যান অব হাওর এরিয়া (বিএইচডব্লিউডিবি, ২০১২) মৌলভীবাজার জেলার তথ্য অনুযায়ী জেলায় হাওরের সংখ্যা মোট ৩টি। আবার বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য অনুযায়ি মৌলভীবাজার জেলার হাওরের সংখ্যা ৪টি।

জেলা তথ্য বাতায়নে যদিও তিনটি হাওরের নাম কিন্তু আলাদা করে কোন আয়তনের কথা উল্লেখ করা হয়নি। আবার হাকালুকির হাওর নিয়ে অবস্থানগত ভুল তথ্য দেওয়া আছে তথ্যবাতায়নে। সেখানে কুলাউড়া ও বড়লেখা উপজেলায় অবস্থান বুঝানো হয়েছে অথচ ৫টি উপজেলা ও ১১ ইউনিয়ন নিয়ে হাওরটির অবস্থান। এছাড়া একটি উপজেলার নামও ভুল বানানে লেখা হয়েছে।

বাংলাপিডিয়া তাদের লেখায় উল্লেখ করে ‘হাকালুকি হাওরের আয়তন ১৮১.১৫ বর্গ কি.মি.। হাওরটি ৫টি উপজেলা ও ১১টি ইউনিয়ন নিয়ে বিস্তৃত। হাওরের ৪০% বড়লেখা, ৩০% কুলাউড়া, ১৫% ফেঞ্চুগঞ্জ, ১০% গোলাপগঞ্জ এবং ৫% বিয়ানীবাজার উপজেলার অন্তর্গত।’

www.sylhet.gov.bd/bn/site/page/vaP-এক-নজরে-সিলেট-জেলা

বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	:	৩৩.২০ সে., সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩.৬০ সে.
বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত	:	৩৩৩৪ মিমি.
সিলেটের প্রধান ও দীর্ঘতম নদী	:	সুরমা (৩৫০ কি.মি.), অপর বৃহৎ নদী হলো কুশিয়ারা, এছাড়াও রয়েছে সারি, পিয়াইন

সিলেটের হাওর-বিল	:	ছোট বড় মিলিয়ে মোট ৮২টি ক. সিংগুয়া বিল (১২.৬৫ বর্গ কি.মি.) খ. চাতলা বিল (১১.৮৬ বর্গ কি.মি.) উল্লেখযোগ্য
সিলেটের ফরেস্ট	:	সর্বমোট রিজার্ভ ফরেস্ট ২৩৬.৪২ বর্গ কি.মি.। জেলার উত্তর-পূর্ব কোণে ভারতের খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ের অংশবিশেষ বিদ্যমান সিলেটে বেশ কিছু ছোট ছোট পাহাড় ও টিলা রয়েছে, যার মধ্যে জৈন্তাপুর টিলা (৫৪ মিটার), সারি টিলা (৯২ মি), লালাখাল টিলা (১৩৫ মি), ঢাকা দক্ষিণের টিলা শ্রেণী (৭৭.৭ মি) উল্লেখযোগ্য

সিলেটপিডিয়ার পক্ষ থেকে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাই আপনার যে কোন একটি প্রতিষ্ঠানকে স্যান্ডার্ট ধরে কাজগুলো করুন। হাওরের সঠিক সংখ্যা উল্লেখ করুন। সাথে সাথে যদি বর্গ কিলোমিটার লিখতে হয় লিখুন না হয় হেক্টর। একেক জায়গায় একেক ধরণের তথ্য কাম্য নয় এ থেকে একটি প্রজন্ম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়বে ভুল তথ্য শিখবে। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

- শাহাবুদ্দিন শুভ। সম্পাদক, সিলেটপিডিয়া।